কোটচাঁদপুরে মাছ চাষে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের উদ্যোগে মৎস্যচাষী প্রশিক্ষণ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মাছ চাষে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে ব্র্যাকের উদ্যোগে এক মৎস্যচাষী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনু্ষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলারপাঁচলিয়া বকুল সিটি পার্কে ৫০ জন মৎস্যচাষীকে নিয়ে এই কর্মশালা অনু্ষ্ঠিত হয়। এসময় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, ব্র্যাক ফিশারিশ এন্টারপ্রাইজের সাউথ-ওয়েষ্ট অঞ্চলের রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার কিংকর হালদার। এ সময় অনুষ্ঠানে আরোও বক্তব্য রাখেন ব্র্যাকের ফিশারিজ এন্টারপ্রাইজের কোস্টাল অঞ্চলের রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার রাকিব আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ অঞ্চলের ব্র্যাক ফিশারিজ এন্টারপ্রাইজের সেলস অফিসার গোলাম কিবরিয়া।

বক্তারা বলেন, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খামারের লাভজনকতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। সঠিক পুকুর প্রস্তুতি, পানির গুণগত মান বজায় রাখা, উন্নত মানের পোনা ব্যবহার এবং সুষম খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে খরচ কমিয়ে অধিক লাভ অর্জন করা যায়। আয়োজকরা জানান, ব্র্যাক ফিশারিজ এন্টারপ্রাইজ এর উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় বছরব্যাপী এ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। যা মৎস্যখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও খামারিদের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশিক্ষণে পুকুর প্রস্তুতি, পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নত মানের পোনা নির্বাচন ও মজুদ, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং মাছের রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, যেমন প্রোবায়োটিক প্রয়োগ, এয়ারেটরের ব্যবহার এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণে চাষীরা তাদের অভিজ্ঞতা ও নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন।এছাড়াও অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শেষে কুইজ প্রতিযোগিতায়

বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ এবং অংশগ্রহণকারী মৎস্যচাষীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ দিবস

আলমডাঙ্গায় তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের উদ্যোগে তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের মাজু ব্লকে মাধবপুর মাঠে এক মাঠ দিবস ও কারিগরী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল ১২টার অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসের আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ নুরুল ইসলাম।তিনি বলেন, দেশে সরিষার চাহিদা পূরণে কৃষি গবেষণার উদ্ভাবিত স্বল্প মেয়াদী এবং উচ্চফলনশীল জাতের বারি সরিষা-১৪ চাষাবাদ করে লাভবান হওয়া যায়। এতে একদিকে যেমন তেল উৎপাদন বাড়বে তেমনি আমদানীর উপর নির্ভরতা কমবে আসবে।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মনিটরিং অফিসার হাসান আলী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশ। তিনি বলেন, তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের মাঠ দিবসগুলোতে কৃষকদের সরিষার আবাদে উদ্বুদ্ধ করতে উচ্চফলনশীল জাতের বারি সরিষা-১৪ এর চাষাবাদ কলাকৌশল এবং এর উপকার সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে বলে জানান।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ উদয় রহমানের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, সংশ্লিষ্ট এলাকার উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা

জাহিদুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, দুলারী খাতুন, আব্দুর রফিক, উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা খলিলুর রহমান, কৃষক প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম মোল্লা, রোকেয়া খাতুন, হাসিনা খাতুন প্রমুখ।

সভায় শতাধিক কৃষক-কৃষাণী গণমাধ্যমকর্মী, কৃষি অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে অতিথিবৃন্দ সরিষা জাত বারী ১৪ ক্ষেত প্লট পরিদর্শন করেন ও সরিষা থেকে তৈল উৎপাদন মেশিন দিয়ে কিভাবে তৈল তৈরী করে পর্যবেক্ষণ করেন।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত সচেতনতা বৃদ্ধিতে দিনব্যাপী কর্মশালা

মেহেরপুরে গ্রাম আদালত সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার জেলা প্রশাসকের মিনি সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ তৃতীয় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।

তিনি বলেন, গ্রাম আদালত হচ্ছে গ্রামীণ পর্যায়ের মানুষের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম। তাই এই আদালতকে আরও শক্তিশালী ও জনবান্ধব করতে সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সঞ্চালনা করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের

উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) পার্থ প্রতিম শীল। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম, বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্পের জেলা ম্যানেজার মো. আছাদুজ্জামান।

এছাড়াও মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোজাম্মেল আজম ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আসাদুজ্জামান, ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) নাসিমা খাতুন, সদর উপজেলার সমন্বয়কারী আলমগীর কবির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া সিডিপি’র প্রজেক্ট ডিরেক্টর জন প্রবঞ্জন বিশ্বাসসহ জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি ও সাংবাদিকরাও কর্মশালায় অংশ নেন।

কর্মশালায় গ্রাম আদালতের কার্যক্রম আরও সক্রিয় করা, সেবা গ্রহীতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রচার জোরদারসহ বিভিন্ন সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, স্থানীয় পর্যায়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এ কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ঝিনাইদহে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে হাঁটা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

‘স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঝিনাইদহে বর্ণিল হাঁটা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নবগঙ্গা ফিটনেস একাডেমি ও সেভ সুইমিং একাডেমী যৌথ আয়োজনে আজ শুক্রবার সকালে শহরের পুরাতন ধোপাঘাটা ব্রিজ এলাকা থেকে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধন করেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ। সেসময় জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সহ-সভাপতি অ্যাড. কামাল আজাদ পান্নু, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ

সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, সেফ সুইংমিং একাডেমীর পরিচালক মাহফুজুর রহমান বিপ্লব, নবগঙ্গা ফিটনেস একাডেমীর পরিচালক কাজী আলী আহম্মেদ লিকুসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনের পর শতাধিক প্রতিযোগী পুরাতন ধোপাঘাটা ব্রিজ থেকে শুরু হয়ে মডার্ন মোড়, পোস্ট অফিস মোড়, পায়রা চত্বর ও চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড প্রদক্ষিণ শেষে পৌর ইকোপার্কে গিয়ে শেষ হয়। পুরো পথজুড়ে অংশগ্রহণকারীদের ছিল প্রাণবন্ত উপস্থিতি। হাঁটা প্রতিযোগীতা শেষে পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা এবং ডুবে গেলে করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. রেজাউল ইসলাম রেজা।

এছাড়া ডায়াবেটিস থেকে রক্ষা পেতে সচেতনতা মূলক বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ ডায়াবেটিস হাসপাতালের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডা.সোহেল আহম্দে।

অনুষ্ঠানে খুদে শিল্পিদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। নিয়মিত ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যসুরক্ষাকে উৎসাহিত করতেই এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান অনুষ্ঠানের আয়োজকরা।

চাষীদের কথা চিন্তা করে আগামীতে আখের মৃল্য বৃদ্ধি করা হবে-ড. আব্দুল আলীম খান

অগ্রহায়ন – পৌষে আখের চাষ অধিক ফলনের পূর্বাভাস এবং সেচ, সার, যত্ন তিনে মিলে রত্ন স্লোগান কে সামনে রেখে কেরু এন্ড কোম্পানির ২০২৫-২৬ রোপন/মাড়াই মৌসুমে আখ চাষ বৃদ্ধি ও গুণগত মানসম্পন্ন আখ সরবরাহের লক্ষ্যে আখ চাষী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১১ টায় কেরু এন্ড কোম্পানির কৃষি বিভাগের আয়োজন

পদ্মায় পানি বৃদ্ধিতে দৌলতপুরের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

টানা বৃষ্টি আর উজান থেকে নেমে আসা ঢলে পদ্মার পানি বাড়ছে। এর ফলে কুষ্টিয়ার সীমান্তবর্তী উপজেলা দৌলতপুরের ৪টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে উপজেলার চিলমারি এবং রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ৩৪টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে।

লোকালয়ে পানি না ঢুকলেও নিম্নাঞ্চলের আবাদি ফসল তলিয়ে গেছে। এতে প্রায় ২শ’ হেক্টর জমির মাসকলাই আর মরিচ ক্ষেত ডুবে গেছে। ডুবে গেছে রাস্তা ঘাটও। সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে দু’টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম। এভাবে পানি বাড়তে থাকায় এলাকাবাসী শঙ্কায় থাকলেও পানি উন্নয়ন বোর্ড আর স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা বলছেন বৃষ্টি না হলে পদ্মার পানিও কমতে থাকবে।

কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য বলছে, দৌলতপুর অংশে পদ্মার পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে পদ্মায় পানি বাড়ছে। উপজেলার ভাগজোত এলাকায় গত ১০ দিনে ১.৭৩ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ০.১৭ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পয়েন্টে বুধবার বেলা ১২টা পর্যন্ত পানির উচ্চতা ছিল ১৪.২৬ সেন্টিমিটার। যা বিপদসীমার ১.৪৪ সেন্টিমিটার নিচে।

এদিকে দৌলতপুরের নিম্নাঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় শঙ্কায় পড়েছেন উপজেলার ৪ ইউনিয়নের প্রায় ৩৬ গ্রামের মানুষ। বসতবাড়িতে পানি না ঢুকলেও বাড়ির আশপাশে ঢুকে পড়েছে পানি। এতে পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন ওইসব এলাকার প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। ক্ষেতের ফসল বিশেষ করে মাসকলাই আর মরিচের ক্ষেত ডুবে যাওয়ায় ভীষণ ক্ষতির শঙ্কায় পড়েছেন তারা।

রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের সোনাতলা গ্রামরে কৃষক আমিরুল ইসলাম জানান, এবার তিনি চরে ৮ বিঘা জমিতে মাষকলাইয়ের আবাদ করেছেন। কিন্তু পদ্মার পানি বেড়ে যাওয়ায় তার কলাইক্ষেত ডুবে গেছে। এতে ভীষণ ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বলেও জানান তিনি।

একই ইউনিয়নের সাহেবনগর গ্রামের আনারুল ৭ বিঘা মাসকলাই আবাদ করেছেন। ক্ষেতের সবটুকুই তলিয়ে গেছে পানিতে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে

চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবেন তিনি।

পার্শ্ববর্তী চিলমারি ইউনিয়নের ১৮টি গ্রামের নিম্নাঞ্চল তলিয়ে গেছে। বসতবাড়িতে পানি না ঢুকলেও অবশিষ্ট নেই ওই এলাকার কোনো ফসলি জমি। কৃষক ফয়জুর রহমান স্বাধীন জানান, এবার তিনি ১৪ বিঘা জমিতে মাষকলাই আবাদ করেছেন। আগামী অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকে ফসল ঘরে তোলার কথা। কিন্তু আকস্মিক বন্যায় তার ক্ষেতের সব মাষকলাই ডুবে গেছে। এতে আর্থিকভাবে চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

চিলমারি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ আহমেদ একজন বড় চাষি। এবার তিনি ৩৪ বিঘা জমিতে মাষকলাইয়ের আবাদ করেছেন। পদ্মার পানি আকস্মিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় মাষকলাই ক্ষেতের সবটুকুই ডুবে গেছে। পানি না কমলে সব ফসল নষ্ট হয়ে যাবে।

রামকৃষ্ণপুর ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজ মন্ডল বলেন, আকস্মিক পদ্মায় পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে মাষকলাই, মরিচসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তার ইউনিয়নের প্রায় ১৬টি গ্রামের মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।

দৌলতপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম লেমন জানান, চলতি মৌসুমে এ উপজেলায় দুই হাজার হেক্টর জমিতে মাসকলাই চাষ হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার ৬৫ শতাংশই চাষ হয় চরাঞ্চলে। ইতোমধ্যে প্রায় ২শ’ একর জমির মাসকলাই ও মরিচ ক্ষেতের ক্ষতি হয়েছে। পদ্মার পানি আকস্মিক বৃদ্ধিতে জমির ফসল তলিয়ে যাওয়ায় কৃষকরা বড় রকমের ক্ষতির মুখে পড়েছেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে চিলমারী ও রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নে।

কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রাশিদুর রহমান বলেন, ভারী বর্ষণ ও ভারতের উজান থেকে নেমে আসায় গত ১০ থেকে ১২ দিন ধরে পদ্মায় পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। আরও দু’একদিন পানি বৃদ্ধি পেতে পারে। তারপর কমতে পারে পানি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙনরোধে উপজেলার উদয়নগর বিজিবি ক্যাম্পের নিকট জিও ব্যাগ ও টিউব ফেলা হচ্ছে।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবাইদুল্লাহ বলেন, বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে স্থানীয় চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের মূল লক্ষ্য- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের মূল লক্ষ্য। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালে বিশ্বে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।

এ সংকটের প্রভাব যেন বাংলাদেশের ওপর না পড়ে সে লক্ষেই সরকার কাজ করছে। শিক্ষার্থীরা এখন সুন্দর থেকে সুন্দরতম স্কুলে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে সেটা শুধু মাত্র সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও এই সরকারের উন্নয়ন মূলক উদ্যোগের কারণে। এই সাড়ে ১৩ বছরে বিদ্যালয় গুলোতে আমরা ব্যাপকভাবে উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছি।

গতকাল শনিবার দুপুরে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আর্সেনিক ও আয়রনমুক্ত পানির স্থাপনা উদ্বোধনের শুরুতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে এসব কথা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বের প্রতিটি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতেও অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়ে গেছে। এ অবস্থায় দেশের মানুষের জীবনমান ধরে রেখে যেকোনো সমস্যা মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যেতে চায় সরকার।

তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিশ্বে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। তেলের দাম কিভাবে কমিয়ে আনা যায় তা নিয়ে কাজ করছে সরকার। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এরই মধ্যে সরকার করোনাকে সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেও নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এসব পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে সরকার সব প্রতিকূলতা জয় করে

দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এছাড়াও বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশের সিইও ডাক্তার হাসিব মাহমুদ,মেহেরপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো: আক্তারুজ্জামান।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী ফিতা কেটে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আর্সেনিক ও আয়রনমুক্ত পানির স্থাপনার উদ্বোধন করে দোয়া মোনাজাতে অংশ নেন।